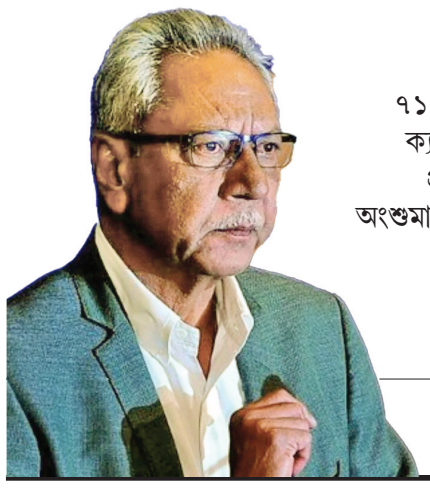

প্রয়াত

৭১ বছর বয়সে ব্লাড ক্যানসারে মৃত্যু হল প্রাক্তন ক্রিকেটার অংশুমান গায়কোয়াড়ের

১০

সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in
epratidin.in

১৬ শ্রাবণ ১৪৩১
৪.০০ টাকা

কলকাতা সংস্করণ বৃহস্পতিবার | ১ আগস্ট ২০২৪

কেরিয়ার guide

ভুল ভাঙো জয়ী তুমি

৬

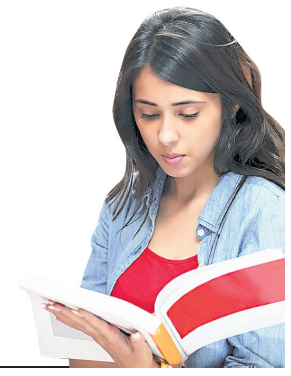

আংশিক মেঘলা সর্বনিম্ন ২৭°/৩৩° সর্বাধিক

১০ পাতা

ফের দাবি করলেন অভিষেক

‘কেন্দ্রের সরকার এক বছরেই বিদায় নেবে’

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : “কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার এক বছরের বেশি টিকবে না। মানুষ যদি বিপক্ষে চলে যায় তাহলে কারও কিছু থাকে না।” এমনটাই দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ডহারবারের তিনবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার দিল্লির সাউথ অ্যাভিনিউয়ে দলীয় দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে দীর্ঘ ঘরোয়া আলাপচারিতায় জাতীয় রাজনীতি থেকে একের পর এক রেল দুর্ঘটনা, রাজ্য রাজনীতির একাধিক বিষয়ে মুখ খুলেছেন অভিষেক। পাশাপাশি বাংলাকে কেন্দ্রের বঞ্চনা ও বাংলা ভাগ নিয়ে তীব্র আক্রমণ করেছেন বিজেপিকেও। সেখানেই জোট শরিকদের কাঁধে ভর করে কেন্দ্রে যে সরকার চলছে তা এক বছরের বেশি টিকবে না বলে দাবি করে অভিষেক বলেছেন, “আমার ধারণা এই সরকার বেশিদিন চলতে পারে না। খুব বেশি হলে একবছর টিকবে। এ বছরেই যে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড ও জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, সবকটিতেই বিজেপি হারবে। আবার আগামী দিনে দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলিতেও বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত। মানুষ যদি বিপক্ষে চলে যায় তাহলে কারও কিছু করার থাকে না। গণতন্ত্রে মানুষের রায়ই গুরুত্বপূর্ণ। একবার বিজেপির বিরুদ্ধে মোমেন্টাম তৈরি হয়ে গেলে যারা তাদের সঙ্গে রয়েছে তারা এমনিতেই চলে আসবে। আমাদের কিছু করতে হবে না।” এ প্রসঙ্গে যে দুই জোট শরিক চন্দ্রবাবু নায়ডু ও নীতীশ কুমারের উপর ভর করে বিজেপি সরকার চালাচ্ছে, তাঁদের অতীতও স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, চন্দ্রবাবু ও নীতীশ যে আগেও বিজেপির সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছিল শুধু তাই নয়, চন্দ্রবাবু সারা দেশে বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের একজোট করার চেষ্টা পর্যন্তও করেছিলেন।

■ সংসদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেক কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে শ্বেতপত্র প্রকাশের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন সংসদে দাঁড়িয়ে। যা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী তৃণমূলের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করবেন বলে মন্তব্য করেছেন। সে নিয়েও মন্ত্রীকে তুলোধোনা করে অভিষেক বলেন, “এসব বড় বড় কথা না বলে বাংলায় হারার পরে কী টাকা দিয়েছে সেই শ্বেতপত্রটা প্রকাশ করুক। আর দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে গেল তো আগে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, অজিত পাওয়ার, শুভেন্দু অধিকারী, নারায়ণ রাণেদের সামনে এনে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে বিজেপিকে।” ভোট পায়নি বলে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না এটাই আসল কথা দাবি করে অভিষেক আরও বলেছেন, “ভুয়া জব কার্ডে তো উত্তরপ্রদেশ এক নম্বরে, তারা কী করে টাকা পাচ্ছে? আর আবাসে তো বিজেপির বিধায়কের স্ত্রীর নাম ছিল, আমরা কেটে দিয়েছি। বিজেপি কি দলগতভাবে কোনও ব্যবস্থা নিয়েছে?”

পাঁচের পাতায়

■ বর্ষায় সাগর থেকে এল ইলিশভর্তি ট্রলার। বুধবার, নামখানা মৎস্যবন্দরে। ছবিটি তুলেছেন অরিজিৎ সাহা।

সীমান্তে পাচারে মদতের অভিযোগ ধামাচাপা কেন, প্রশ্ন বিরোধীদের

শান্তনুর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি তীব্র

স্টাফ রিপোর্টার : সীমান্তে অবৈধ কারবারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সই করা লেটার হেডে ‘পারমিট’ দেওয়া নিয়ে কেন তদন্ত হবে না? কেন ব্যবস্থা হবে না শান্তনু এবং এই চক্রে যুক্ত বিজেপি নেতাদের? এমনই দাবি ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। পাচার বা চোরাচালানে মদত দেওয়ার মতো চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছিল কেন্দ্রীয় জাহাজ রাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় অবৈধ কারবারে কীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে এই পারমিট তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নড়েচড়ে বসার পরও সীমান্তে এহেন চাঞ্চল্যকর অভিযোগের পরও হঠাৎ করে তারা কেন নীরব হয়ে গেল, তদন্ত করতে কোনও রিপোর্ট কি এ রাজ্যের বিএসএফ কর্তাদের কাছ থেকে আদৌ চাওয়া হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তা নিয়ে ফের নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দাবি উঠেছে এই অবৈধ পাচারে যুক্ত বিএসএফ অফিসারদের বিরুদ্ধেও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? বনগাঁর সাংসদ শান্তনু দ্বিতীয়বার মোদির মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগ ওঠায় জোর অস্বস্তিতে পড়েই কি তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি। এমনই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। শান্তনু নিজের লেটার হেডে জনৈক জিয়ারুল গাজিকে বিনা বাধায় গো-মাংস কারবার চালানোর সুপারিশ করেছিলেন। জিয়ারুল যাতে অবাধে ব্যবসা চালাতে পারে সেজন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিএসএফ কর্তাদের লিখিত আবেদনও করেছিলেন। গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে শান্তনুর এই চিঠি প্রকাশ্যে আসতেই হইচই শুরু হয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন মহলে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়ায় তৃণমূলও। কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র নিজের এক্স হ্যান্ডলে শান্তনু ঠাকুরের সই করা সেই পারমিটের ছবি পোস্ট করে অমিত শাহর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে নিশানা করেছিলেন। কৃষ্ণনগরের সাংসদের বক্তব্য ছিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজের সরকারি লেটার হেডে পাচারকারীদের জন্য পাস ইস্যু করছেন। এই বিতর্ক চরমে ওঠার পরই সাংবাদিক বৈঠক করে

পাঁচের পাতায়

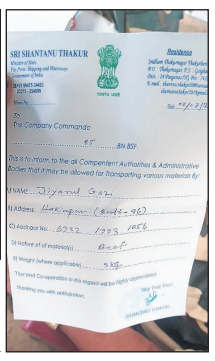

■ শান্তনু ঠাকুর। (পাশে) লেটারহেডে লেখা সেই পারমিট।

আইএএসে এবার তিন বঙ্গতনয়া

রাজ্যের প্রশিক্ষণে এল বড় সাফল্য

স্টাফ রিপোর্টার: সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাংলার পরীক্ষার্থীদের সাফল্য কম, এই অপবাদ ঘোচাতে নিজে উদ্যোগী হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগ এবার সাফল্যের মুখ দেখছে রাজ্য। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাম্প্রতিককালের সেরা সাফল্য পেল বাংলা। রাজ্য থেকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৫ জনের মধ্যে এবার আইএএস হয়েছেন চারজন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন তিন বঙ্গতনয়া। এক বঙ্গতনয়া হয়েছেন আইএফএস। দুই আইপিএসের মধ্যেও আছেন এক বঙ্গতনয়া।

যে ১৫ জন এবার ইউপিএসসিতে উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন সার্ভিসে যোগ দিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে সাতজন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। নবান্নের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি করে বুধবার এই কথা জানানো হয়। এই ৭ জনের মধ্যে ব্রততী দত্ত (আইএএস), রিমিতা সাহা (আইএএস), পারমিতা মালাকার (আইআরএস), অঙ্কিত আগরওয়াল (আইআরএস), গৌতম ঠাকুরি (আইআরএস)। অনুষ্কা সরকার এবং বুরহান জামান অন্যান্য সার্ভিসে জায়গা করে নিয়েছেন। স্টাডি সেন্টারের বাইরে বাংলা থেকে আইএএস হয়েছেন ঐশী মণ্ডল ও অজয় মোক্তান। ২০২৪ সালে রাজ্য সরকারের প্রশিক্ষণকেন্দ্র এস এন ঠাকুর সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৫৪ জন পরীক্ষার্থী প্রিলিমস পাস করেছেন। তাঁরা আগামী সেপ্টেম্বরের চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ২০১৪ সাল থেকে এই সেন্টারে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই আমলাতন্ত্রে বাংলার মেধাবীরা যাতে বেশি সংখ্যায় যোগ দেন সেব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে আসছেন। ২০২১ সালে এই সেন্টারে আরও বিনিয়োগ বাড়ায় রাজ্য। স্বাভাবিকভাবেই পড়ুয়াদের সাফল্যে তিনি উচ্ছ্বসিত। হবু আমলাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এক ঝলক

৯ আগস্ট মমতা ঝাড়গ্রামে

■ **কলকাতা : আগামী ৯ আগস্ট জঙ্গলমহলে কর্মসূচি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ওইদিন বিশ্ব আদিবাসী দিবস অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। প্রতিবছর এইদিনে জঙ্গলমহলের কোথাও না কোথাও কর্মসূচিতে অংশ নিতে যান মমতা। এবার তিনি যাচ্ছেন ঝাড়গ্রামে। বিশ্ব আদিবাসী দিবসে জঙ্গলমহলের মানুষকে একদিকে তিনি যেমন কৃতজ্ঞতা জানাবেন, পাশাপাশি পরিষেবাও তুলে দেওয়া হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে।**

আইএএস পূজার নিয়োগ বাতিল

■ **নয়াদিল্লি : বিতর্কিত আইএএস অফিসার পূজা খেড়করের নিয়োগ বাতিল করে দিল ইউপিএসসি। আর কোনওদিন ইউপিএসসি-র কোনও পরীক্ষায় তিনি বসতে পারবেন না। বুধবার ইউপিএসসি একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন পূজা। পূজার বিরুদ্ধে পরীক্ষায় সংরক্ষণের সুবিধা নিতে জাল শংসাপত্র দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।**

■ কলকাতায় শামুকখোল পাখি।—পিটিআই

আজও ভারী বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে

■ **কলকাতা : আজ, বৃহস্পতিবারও কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও দুই ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। পূর্ব বর্ধমানে অতি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। এই জেলাগুলির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের কিছু জেলাতেও। শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া এবং মুর্শিদাবাদে। বাকি জেলাতেও বৃষ্টি চলবে।**

■ রাঙাপানিতেই ফের বেলাইন মালগাড়ি। বুধবার। —সামু দাস

দুর্ঘটনায় নীরব, বৈষ্ণো ব্যস্ত বুলেটের বন্দনায়

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি ও শিলিগুড়ি : রুক্ষ বাস্তবের মাটিতে কী হচ্ছে, সেদিকে নজর নেই। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার যে শুধু স্বপ্ন দেখতেই ব্যস্ত, আরও একবার তার প্রমাণ মিলল। সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক রেল দুর্ঘটনায় সাধারণ যাত্রীদের কাছে রেলযাত্রা পরিণত হচ্ছে দুঃস্বপ্নে। অথচ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই রেলমন্ত্রীর। বুধবার সংসদে বুলেট ট্রেনের গুণগান করে গেলেন অশ্বিনী বৈষ্ণো। অথচ যেদিন সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পের স্তুতি গাইলেন রেলমন্ত্রী সেদিনই উত্তরবঙ্গে আরও একটি ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ল। যা নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিন রাঙাপানিতে লাইনচ্যুত হল মালগাড়ি। মাস দেড়েক আগেই এই একই জায়গায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পিছনে এসে ধাক্কা মেরেছিল একটি মালগাড়ি। মালগাড়ির চালক-সহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের গার্ড ও বহু যাত্রী প্রাণ হারায়। এরপর বুধবার ফের ওই একই জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটতে প্রশ্নের মুখে রেল কর্তৃপক্ষ। রেল সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত সাধারণ মানুষ। যদিও এদিনের ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। তবে দুর্ঘটনার জেরে অন্যান্য ট্রেন আটকে হয়। বেশ কিছুক্ষণ ওই লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। ঘুরপথে দূরপাল্লার ট্রেন চালানো হয়। এদিন সকালে তেলের ট্যাঙ্কারের মালগাড়ি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের অদূরে রাঙাপানি এলাকায় লাইনচ্যুত হয়। রেলের দু'টি ওয়াগন লাইন থেকে নিচে নেমে যায়। তবে বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতিও হয়নি।

এদিন সংসদে রেলমন্ত্রী যে বক্তব্য রাখলেন, তাতে ছিল বুলেট ট্রেন ও বন্দে ভারত ট্রেনের গুণগান। তাঁর কথায় উঠে এল কীভাবে জাপান

পাঁচের পাতায়

স্বাধিকারভঙ্গের প্রস্তাব কংগ্রেসের

জাত বিতর্ক উসকে অনুরাগ-স্তুতি মোদির

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি : বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর জাত সম্পর্কে মন্তব্য করা অনুরাগ ঠাকুরের প্রশংসা করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনল কংগ্রেস।

মঙ্গলবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর উদ্দেশে করা বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়েছিল লোকসভা। রাহুলকে কটাক্ষ করে অনুরাগ বলেছিলেন, “যাঁর নিজেরই জাত জানা নেই, তিনিই জাতগণনার কথা বলছেন!” প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই বক্তব্যে উত্তাল হয়ে ওঠে লোকসভা। বিতর্কের মধ্যেই রাহুল অনুরাগকে বলেন, “আপনি আমাকে যত খুশি অপমান করতে পারেন। কিন্তু আপনার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আমরা সংসদে জাতগণনা বিল পাস করব।” এর পরই অনুরাগ বলেন, তিনি তাঁর মন্তব্যে কারও নাম উল্লেখ করেননি। বিতর্কের আগুনে ঘি পড়ে এরপরে। প্রধানমন্ত্রী ‘এক্স’ হ্যান্ডলে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন অনুরাগকে। লেখেন, ‘তরুণ ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর অনুরাগ ঠাকুরের ভাষণটি অবশ্যই শুনুন। তথ্য ও ব্যঙ্গের এক নিখুঁত সংমিশ্রণ। যা ইন্ডি জোটের নোংরা রাজনীতিকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে।’ এর মাঝেই অবশ্য লোকসভা সচিবালয় থেকে জানানো হয়, অনুরাগের বিতর্কিত মন্তব্য বাদ দেওয়া হয়েছে কার্যবিবরণী থেকে। তবু সেই ভিডিও প্রধানমন্ত্রী শেয়ার করায় বিরোধিতায় নামে কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, সংসদীয় বিশেষাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন করেছেন মোদি। তাই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনা হয়।

এদিন সকালে প্রথমে রাজ্যসভা সাংসদ জয়রাম রমেশ ও পরে লোকসভায় কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক কে সুরেশ ইঙ্গিত দেন যে, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনা হবে। তাঁদের বক্তব্য, মঙ্গলবার বাজেট অধিবেশন চলাকালীন, বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে অসংসদীয় ভাষার প্রয়োগ করেছেন, তা লোকসভার চেয়ারম্যান কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেন। কিন্তু বাদ দেওয়া ওই অংশই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন মোদি, যা লোকসভার নিয়মের পরিপন্থী।

পাঁচের পাতায়

বকেয়া নিয়ে শোরগোল রাজ্যসভায়

হিসাব দাখিলে উন্নতি বাংলার, কবুল শাহর

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : বাংলার আর্থিক বঞ্চনা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদের জেরে সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রায় প্রতিদিনই তপ্ত হয়ে উঠছে। পাল্টা জবাব দিতে উঠেপড়ে লেগেছে শাসক বিজেপিও। বুধবার বাংলা নিয়ে পাল্টা আক্রমণের তালিকায় শামিল হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। এদিন রাজ্যসভায় ‘বাংলার সরকার হিসাব দেয় না’ বলে আত্মপক্ষ বাঁচাতে মাঠে নামেন শাহ। সেইসময়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদরা। তৃণমলের প্রতিবাদের জেরে পিছু হঠে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, “এখন অবশ্য উন্নতি হচ্ছে।”

রাজ্যসভায় এদিন শাহ বলেছেন, “আমরা ২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৬২৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি। এতে যেভাবে তাদের খরচের হিসাব এসেছে, যে হিসাবের উপর টাকা ছাড়া হয় তাতে ৪৬১৯ কোটি টাকা (রিইমবার্স) মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওখানে হিসাবের সমস্যা আছে। সেটা তো আমি গণনা করতে পারি না। বাংলাকেই করতে হবে। হিসাব দিতে হয়, এটা সরকার, কোনও রাজনৈতিক দল নয়। সরকারের কিছু নিয়ম রয়েছে, রেগুলেশন রয়েছে, অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম রয়েছে, এজি-র অডিট হয়। তাই আমরা এটা কিছুতেই মানব না বা করব না, কিছু সমস্যা হতে পারে। তবে, ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। তাই ৬২৪৪ টাকার মধ্যে ৪৬১৯ কোটি টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।”

মঙ্গলবার লোকসভার পরে এদিন রাজ্যসভাতেও কেন্দ্রীয় বাজেটের উপর জবাবি ভাষণে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন দাবি করেন, দেশের কোনও রাজ্যকেই বাজেটে বঞ্চিত করা হয়নি, সবাইকেই দেওয়া হয়েছে। তিনি এই মন্তব্য করতেই প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদরা। দলীয় সাংসদ সাকেত গোখলে বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নীরব কেন! অভিষেকের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো সাহস মোদি সরকারের কেন নেই?

রাজ্যসভায় এদিন তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির সংঘাত পর্ব চলেছে সকাল থেকেই। জিরো আওয়ারে রাজ্যের বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য ‘ন্যায় সংহিতা বাংলা...’ বলে উল্লেখ করতেই প্রতিবাদে সরব হন তৃণমূল সাংসদরা।

পাঁচের পাতায়

শিক্ষাসচিব পদ থেকে সরানো হল মণীশকে

■ মণীশ জৈন।

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্যে ফের একাধিক দপ্তরে আমলা পদে রদবদল। শিক্ষা সচিবের পদ থেকে সরানো হল মণীশ জৈনকে। নতুন শিক্ষা সচিব হলেন বিনোদ কুমার। মণীশকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে বদলি করা হল। একই সঙ্গে আরও একাধিক দপ্তরের সচিব পর্যায়ে রদবদল ঘটানো হয়েছে। মোট ৯ জন আইএএস অফিসারের দপ্তর বদল হয়েছে।

বুধবার এ ব্যাপারে নবান্নের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্যের স্কুল শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিবের পদে ছিলেন মণীশ। তাঁকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব পদে পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছিল মণীশের। তাঁকে সিবিআই ডেকেও পাঠায়। লোকসভা নির্বাচনের পর প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। অভিযোগ ছিল, মণীশ নাকি ফাইলে সই করার সময় লিখে দিচ্ছেন, উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোনও দায় নিজের ওপর রাখতে চাইছেন না তিনি। সূত্রের খবর, এই অভিযোগের ভিত্তিতেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনার মুখে পড়েছিলেন। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে মণীশকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘তুমি দুদিকে পা দিয়ে চলছ।’ ওই বৈঠকের সূত্রে এই বদলি ঘিরে জল্পনা ছড়িয়েছে। তবে নবান্নের দাবি, এগুলি সবই রুটিন বদলি।

পাঁচের পাতায়

ওয়েনাডে মৃত্যু বাড়ছে, দায় নিয়ে রাজনীতির তরজাও তুঙ্গে

ওয়েনাড (কেরল) : ১২৩-১৩৫-১৫০-১৬৭!

ধসের জেরে ওয়েনাডে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। বুধবার রাতের খবর, মৃতের সংখ্যা ১৬৭। প্রায় শ'দুয়েক মানুষের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে মৃতের হিসাব ঠিক কোথায় থামবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

প্রাণহানির সংখ্যা যেমন বাড়ছে, ঠিক তেমনই বাড়ছে ধসের কারণ নিয়ে রাজনৈতিক তরজা।

বুধবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অভিযোগ করে বলেন, “কেরলে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। তার প্রভাবে যে ধস নামতে পারে, আগেই তা বোঝা গিয়েছিল। ধস নিয়ে অন্তত এক সপ্তাহ আগে সতর্ক করা হয়েছিল কেরল সরকারকে।” এমনকী, কেন্দ্র বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর নটি দলকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল বলে দাবিও করেন শাহ। তাঁর কথায়, “ওয়েনাডে ভূমিধসের অন্তত এক সপ্তাহ আগে, গত ২৩ জুলাই কেন্দ্র কেরলের পিনারাই বিজয়ন সরকারকে এ নিয়ে সতর্ক করেছিল। কিন্তু কেরল সরকার সময় থাকতে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরানোর বন্দোবস্ত করেনি। তা করা হলে প্রাণহানি কমানো যেত অনেকটাই।” শাহর দাবি, “বিশ্বে এমন চারটি দেশ রয়েছে, যারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অন্তত এক সপ্তাহ আগে তা নিয়ে সতর্কতা জারি করতে পারে। ভারত তার মধ্যে অন্যতম। আগে থেকে জানানোর পরও কেরলের ক্ষেত্রে সেই সুবিধা নেওয়া যায়নি।”

■ লন্ডভন্ড ওয়েনাডের গ্রামে চলছে উদ্ধারের কাজ। একের পর এক বেরোচ্ছে মৃতদেহ। বুধবার। —পিটিআই

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগের পরই তা নস্যাৎ করে দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। বিজয়ন বললেন, “ওয়েনাডে ধসের সম্ভাবনা নিয়ে কেন্দ্রের তরফে কেরলকে কোনও সতর্কবার্তা পাঠানো হয়নি।” তাঁর কথায়, “কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)-এর তরফে ভূমিধসের কোনও পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। শুধু ওয়েনাড জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা সংক্রান্ত কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছিল মাত্র। বাস্তবে দেখা গিয়েছে বৃষ্টি হয়েছে ৫০০ মিলিমিটারেরও বেশি। যা পূর্বাভাসের তুলনায় অনেক বেশি।” বিজয়নের অভিযোগ, “মঙ্গলবার ভোরে ভূমিধসের পরই ওই জেলার (ওয়েনাড) জন্য একটি লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছিল।” শাহর প্রতি বিজয়নের বার্তা, এটা একে অপরকে দোষারোপ করার সময় নয়। কেন্দ্রের এভাবে দায় ঠেলার চেষ্টা করা উচিত নয়। এদিকে, রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার কথা থাকলেও খারাপ আবহাওয়ার জন্য তা বাতিল করা হয়। পরিস্থিতি ঠিক থাকলে বৃহস্পতিবার তাঁরা পরিদর্শনে যেতে পারেন।

তবে, সামগ্রিকভাবে ধসে বিধ্বস্ত এলাকার পরিস্থিতির কোনও উন্নতি বুধবার হয়নি।

পাঁচের পাতায়